FEB. 27 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

সা'দত কলেজের চার হলে ঢুকে পুলিশের বেধড়ক পিটুনি ॥ অধ্যক্ষের বাসভবনে ছাত্রদের অগ্নিসংযোগ ॥ ৭ পুলিশ সাসপেন্ড

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ সাংবাদিক ও সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছাত্রছাত্রীদের নির্যাতনকারী সাত পুলিশকে সাসপেন্ড করে টাঙ্গাইল পুলিশ লাইনে নেয়া হয়েছে। এদিকে রবিবার রাত আটটা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সা'দত কলেজের চারটি হলে ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের নির্মমভাবে পিটানোর পর ঐ চার হল এখন ছাত্রশূন্য। অন্যদিকে, উত্তেজিত ছাত্রছাত্রীরা কলেজ অধ্যক্ষ সুলতান মিয়ার অফিস ও বাসভবনে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। কলেজে ছাত্র নেতৃবৃন্দ অধ্যক্ষের অপসারণ দাবি করেছে। এছাড়া টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবের পক্ষ

সা'দত কলেজের

(প্রথম পাতার পর)

থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেয়া স্মারকলিপিতে দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। তিন সদস্যের পুলিশ তদন্ত কমিটির দেয়া রিপোর্টের ভিত্তিতে অভিযুক্ত এসআই হেলালুল ইসলাম, টিএসআই হাবিবুল্লাহ সরকার, এএসআই বাদল চন্দ্র দাস, নায়েক আব্দুল হাকিম, কনস্টেবল মহসিন উদ্দিন, অটল বিহারী বিশ্বাস ও নজরুল ইসলামকে এসপি নূর মোহাম্মদ থানা থেকে ক্লোজ করে লাইনে পাঠায়। রাত সাড়ে ৭টায় পুলিশের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

এদিকে পুলিশের ঐ বর্বর আচরণের প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সমাবেশ করেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর টেলিফোন নির্দেশের পর আটক ১৭ ছাত্রছাত্রীকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। শনিবারের ঘটনার পর থেকে তিন দিন ধরে টাঙ্গাইলে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ছাত্রছাত্রীরা এই ঘটনার বর্ণনা রবিবার বিকালে প্রেসক্লাবে দিয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছে টাঙ্গাইলের ডিসির নেতৃত্বে একজন এডিসিসহ ১৪ জনের একটি পেটোয়াবাহিনী পরীক্ষার হলে ঢুকে নির্বিচারে ছাত্রছাত্রীদের হকিস্টিক দিয়ে পিটিয়েছে এবং নির্বিচার বহিষ্কার করেছে। এমনকি এডিসি হলের ভিতর তাঁর রিভলবার বের করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছে এবং গুলি করে ছাত্রছাত্রীদের হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটরা হলে পুলিশ নিয়ে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের দেহ খুবই নোংরাভাবে তল্লাশি চালিয়েছে। অকথ্য ভাষায় ম্যাজিস্ট্রেটরা ছাত্রছাত্রীদের গালিগালাজ করেছে। হকিস্টিক দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অমানবিকভাবে পিটানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন এবং পুলিশের এমন উগ্র ভূমিকার দৃশ্য দেখে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসা পরীক্ষা পরিদর্শক দল পরীক্ষা শেষ হওয়ার দু' ঘণ্টা আগেই চলে গেছে। ছাত্রছাত্রীরা এ ঘটনার জন্য কলেজের অধ্যক্ষ সুলতান মিয়া এবং ডিসিকে দায়ী করেছে।

মাত্র ১০ দিন আগে অধ্যক্ষ সুলতান মিয়া কলেজে যোগদান করেন এবং সর্বমোট তিন দিন তিনি কলেজে এসেছেন। এই অধ্যক্ষ গত শনিবার পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে হলে ঢুকে ঘোষণা দেন আমি টাঙ্গাইলের স্থানীয় বাসিন্দা আমি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা দেয়ার জন্য টাঙ্গাইলের ডিসিকে আহ্বান করেছি। অতএব তোমাদের কেউ আমার কাজে বাধা দিলে আমি দেখে নেব। অধ্যক্ষের এই ঘোষণা শুধু জেলা প্রশাসন পালনই করেনি– 'মাত্রাতিরিক্ত' করেছে। এ সব অত্যাচার নির্যাতনের কথাই জানাতে রবিবার সা'দত কলেজ থেকে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা টাঙ্গাইল প্রেসক্লাবে এসেছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে কথা শেষ করে যাওয়ার সময় প্রেসক্লাব চত্বর থেকে ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের প্রকাশ্যে নির্মম নির্যাতন চালাতে থাকে। এই ঘটনার ছবি তোলার সময় পুলিশ সাংবাদিকদেরও পিটায়।

সোমবার বিকালে টাঙ্গাইল শহীদ মিনারে বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী সাংবাদিক ও ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশী নির্যাতনের প্রতিবাদে সমাবেশ করেছেন। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের এই সমাবেশ আবু মোঃ এনায়েত করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।